বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
(এনটিআরসিএ)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

১৪২৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd
ই-মেইল: office@ntrca.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০- এনটিআরসিএ

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০২১।

প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এনটিআরসিএ।

উপদেষ্টা
জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন
সদস্য (যুগ্মসচিব), পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ, এনটিআরসিএ।

সম্পাদনা পরিষদ
জনাব তাহসিনুর রহমান, পরিচালক (উপসচিব), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান-আহ্বায়ক
ড. এ. টি. এম. মাহবুব-উল করিম, সচিব (উপসচিব), এনটিআরসিএ-সদস্য
প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-সদস্য
প্রফেসর দীনা পারভীন, উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)-সদস্য
জনাব শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (এইচআরএম)-সদস্য সচিব।

সহযোগিতায়
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রকাশনা সহকারী।

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন- আনোয়ারুল আযম রনি
ছাপা ও ব্যবস্থাপনা সংস্থা- ডিগনিটি এক্টিভেশন

প্রকাশনায়
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd
ই-মেইল: office@ntrca.gov.bd

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা মহান স্বাধীনতা অর্জন করি। তিনি আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। আজ তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধু ও লাখো শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। এ লক্ষ্যে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই।

আমাদের লক্ষ্য হলো-নতুন প্রজন্মকে বৈশ্বিক আবহে গড়ে তোলা। যাতে তারা শুধু শিক্ষিত হবে না, হবে কার্যকর উদ্যোক্তা। একইসাথে তারা হবে সৎ, নিষ্ঠাবান, নৈতিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত, দেশপ্রেমিক ও মনুষ্যত্ববোধে উন্নত মানুষ। আমরা চাই সমগ্র জাতি সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করুক। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

আমাদের মূল লক্ষ্য হলো-ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত, আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সরকার প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিবরণ, উপবৃত্তি ও মেধাবৃত্তি প্রদান করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন, ভর্তিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়াও কর্মমুখী, কারিগরি ও তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সকল ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ ১০০% স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বির্নিমাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর দৃশ্যমান প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, গ্রামীণ অবকাঠামোসহ আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে। দেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এর আলোকে আমরা মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। এ ক্ষেত্রে এনটিআরসিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এনটিআরসিএ সেবা সহজীকরণ ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণে কাজ করছে। যেকোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্ববর্তী বছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নির্ণয় করে তা মোকাবেলার মাধ্যমে উন্নততর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০২০ সালে এনটিআরসিএ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এনটিআরসিএ'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডা. দীপু মনি এম.পি.)

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমকালীন বিশ্বের চাহিদা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও দেশ গঠনে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাতে তারা একইসঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে যেমন দক্ষ হবে তেমনি হবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা বির্নিমাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্নের শক্তিতে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে প্রয়াসী। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ভিত্তিতে এবং বৈশ্বিক বাস্তবতার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন আমাদের মূল লক্ষ্য। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মুখোমুখি। এসব বিবেচনায় রেখেই আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। তাঁর দূরদর্শী ও আলোকিত নেতৃত্বে আমরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিক্ষাক্ষেত্রে মানসম্মত মেধাবী শিক্ষক নিয়োগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন, মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই ও সুপারিশের কাজ এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে এনটিআরসিএ'কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি শূন্যপদ পূরণে ও নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বছরে সম্পাদিত কর্মের তথ্য দিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.)

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিক্ষার মানোন্নয়নের বিকল্প নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নতুন প্রজন্ম তৈরি করতে হলে প্রয়োজন মেধাবী ও দক্ষ শিক্ষক। এ লক্ষ্য পূরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষাসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। উন্নত বাংলাদেশ বির্নিমাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২১' বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে ০৯.১০.২০১৬ তারিখ হতে ২৩.০২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৪৬০০৮ জনকে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ সুপারিশের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের অভাব পূরণে সমর্থ হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে মেধাবী যুবকদের কর্মে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২০ সালের সম্পাদিত কাজের বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট এনটিআরসিএ'র সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

চেয়ারম্যান
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

বাণী

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে আপনাদের সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে আমরা কাংখিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবো বলে আশা করছি।

আজকের বিশ্ব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশ্ব। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জাতি যত সাফল্য অর্জন করবে, সে-জাতি জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে ততটাই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। বাস্তব এ সত্যকে অঙ্গীকারে রুপান্তর করে বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার শুরু থেকেই শিক্ষার অধিকার ও মানোন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও গুরুত্বারোপ করে আসছে। ফলশ্রুতিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সুশিক্ষিত ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান আহরণ এবং দেশ ও জাতির সত্য ইতিহাস জানার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা এ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করতে হলে দক্ষ, নিবেদিত প্রাণ মেধাবী শিক্ষক অপরিহার্য। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যিনি নিয়োগ সুপারিশপ্রাপ্ত হবেন তিনি যেন মেধা ও যোগ্যতায় উৎকর্ষ, মননে এবং চিন্তায় বিজ্ঞানমনস্ক এবং স্বাধীনতার চেতনালালনকারী সেবা প্রত্যাশী হন। এনটিআরসিএ ২০০৫ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মুজিববর্ষে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নবাগত হিসেবে আমার সামগ্রিক প্রচেষ্টা থাকবে বিপুল সংখ্যক বেকার মেধাবী সেবা প্রত্যাশীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২০ সালের সম্পাদিত সামগ্রিক কর্মকান্ড সকলের জন্য উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং দায়বদ্ধ সেবা প্রতিষ্ঠানে পরিনত করাই এ প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)

আহ্বায়কের কথা

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। মানবসম্পদ তৈরির অন্যতম কারিগর শিক্ষক। শিক্ষক যদি মেধায় আধুনিক, চিন্তা ও চেতনায় বিজ্ঞানমনস্ক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক না হন তবে আগামী প্রজন্মকে চিন্তা চেতনায় বিজ্ঞানমনস্ক, দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা বাস্তবতার নিরিখে সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ ২০০৫ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে, ডিজিটাল পদ্ধতির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে কেবলমাত্র মেধার মূল্যায়নে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বির্নিমাণে রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শিক্ষাসহ বিভিন্নক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষত শিক্ষার ইতিবাচক পরিবর্তন দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রভাব রাখছে। সরকার রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এবং ২০৪১ এর মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বির্নিমাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একইসাথে এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বেসরকারি শিক্ষায় ইতোমধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার, উদ্ভাবন ও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশেষত শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহার ও অনলাইন কার্যক্রমে আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। এছাড়াও সমকালীন বিশ্বের বাস্তবতা ও দেশের চাহিদা বিবেচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৫ সাল থেকে সীমিত জনবল ও সীমিত অবকাঠামো নিয়ে যাত্রা শুরু করে এনটিআরসিএ দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধ্যমত অবদান রেখে চলেছে। ২০১৫ সালে বর্তমান সরকার এনটিআরসিএ'কে প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক সুপারিশের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে। এ অব্দি এ প্রতিষ্ঠান ১৬টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণসহ ৪৬০০৮ জনকে শিক্ষক হিসেবে মেধার ভিত্তিতে ডিজিটাল পদ্ধতির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে নিয়োগ সুপারিশ করেছে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম. পি., মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম. পি. এবং সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন সকল সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের কর্ম নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নবাগত চেয়ারম্যান মহোদয়, সদস্য সর্বোপরি সকল সহকর্মীর আন্তরিক সহযোগিতা এ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশে আমাদের সতত প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই সকলকে। প্রতিবেদনের যে কোন মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করবেন এ প্রত্যাশা করছি।

তাহসিনুর রহমান
পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)
উপসচিব
এনটিআরসিএ

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনার কাজে নিমগ্ন আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব।

প্রতিবেদনের কাঠামো

- একনজরে এনটিআরসিএ
- সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন
- ভিশন ও মিশন
- প্রধান কার্যাবলি
- অতিরিক্ত দায়িত্ব
- অধিক্ষেত্র
- নির্বাহী বোর্ড
- উদ্দেশ্য
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল
- ২০২০ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী
- অনুবিভাগসমূহ
- লেখচিত্রের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক বিবরণী
- ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা
- স্থির চিত্রের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের উপস্থাপন
- উপসংহার

সূচিপত্র

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনা ——— ২০—২১

এনটিআরসিএ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ——— ২২

চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন ——— ২৩

ভিশন ও মিশন ——— ২৪

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ——— ২৫

কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব ——— ২৬

নির্বাহী বোর্ড ——— ২৭

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ——— ২৮

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল ——— ২৯—৩১

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২০ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ——— ৩২—৩৬

অনুবিভাগ সমূহ ——— ৩৭—৪৯

লেখচিত্রে কার্যক্রম উপস্থাপন ——— ৫১—৫৯

কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ——— ৬০

সেমিনার পেপার ——— ৬১—৬৯

স্থিরচিত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপস্থাপন ——— ৭১—১৯৮

এনটিআরসিএ পরিবার ——— ১৯৯—২১৮

উপসংহার ——— ২১৯—২২০

এনটিআরসিএ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মেধাবী, দক্ষ, সৃজনশীল ও যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জাতি যত সাফল্য অর্জন করবে, সে জাতি জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে ও মানবিক গুণাবলী বিকাশে ততটাই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে ১ নং আইনের অধীনে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এ কর্তৃপক্ষ শিক্ষক হতে আগ্রহী প্রার্থীদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কান্ডারি শিক্ষকগণ বিধায় জাতি গঠনে শিক্ষকগণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অন্যতম হলো দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলে মেধার ভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশকরণ। এনটিআরসিএ এ কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা মহান স্বাধীনতা অর্জন করি। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও লাখো শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। এ লক্ষ্যে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই।

আমাদের লক্ষ্য হলো- নতুন প্রজন্মকে বৈশ্বিক আবহে গড়ে তোলা। যাতে তারা শুধু শিক্ষিত হবে না, হবে কার্যকর উদ্যোক্তা। একইসাথে তারা হবে সৎ, নিষ্ঠাবান, নৈতিক মূল্যবোধে উন্নীত, দেশপ্রেমিক ও মনুষ্যত্ববোধে উন্নত মানুষ। আমরা চাই সমগ্র জাতি সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করুক। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ। যাতে করে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়।

চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন

ক্রমিক নং	নাম	পদমর্যাদা	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
০১	মু. আসাহাবুর রহমান	অতিরিক্ত সচিব	২০-০৩-২০০৫	৩১-১২-২০০৫
০২	মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব	২৪-০১-২০০৬	১৭-০৩-২০০৭
০৩	এ.কে.এম.আবদুল আউয়াল মজুমদার	অতিরিক্ত সচিব	২১-০৩-২০০৭	৩০-০৫-২০০৭
০৪	কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ	যুগ্মসচিব	৩১-০৫-২০০৭	৩১-০৫-২০০৯
০৫	কবীর উদ্দীন আহমেদ	যুগ্মসচিব	০১-০৬-২০০৯	০৫-০৮-২০১০
০৬	মমতাজ আহমেদ. এনডিসি	যুগ্মসচিব	০৫-০৮-২০১০	১১-০৭-২০১২
০৭	আশীষ কুমার সরকার	অতিরিক্ত সচিব	১১-০৭-২০১২	২৬-০৫-২০১৫
০৮	এ. এম. এম. আজহার	অতিরিক্ত সচিব	২৬-০৫-২০১৫	৩০-০৯-২০১৮
০৯	নাসির উদ্দিন আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)	যুগ্মসচিব	০১-১০-২০১৮	০৮-১০-২০১৮
১০	ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	অতিরিক্ত সচিব	০৯-১০-২০১৮	০২-১১-২০১৮
১১	নাসির উদ্দিন আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)	যুগ্মসচিব	০৩-১১-২০১৮	১৩-১১-২০১৮
১২	এস এম আশফাক হুসেন	অতিরিক্ত সচিব	১৪-১১-২০১৮	১৮-০২-২০২০
১৩	মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার (ভারপ্রাপ্ত)	অতিরিক্ত সচিব	১৮-০২-২০২০	২৬-০৭-২০২০
১৪	মোঃ আকরাম হোসেন	অতিরিক্ত সচিব	২৬-০৭-২০২০	১৭-১২-২০২০
১৫	মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার (ভারপ্রাপ্ত)	অতিরিক্ত সচিব	১৮-১২-২০২০	২৮-১২-২০২০
১৬	মোঃ আশরাফ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব	২৯-১২-২০২০	বর্তমান

ভিশন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিতকরণ।

মিশন

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্যপদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধারভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্যপদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;
- শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;
- জাতীয়ভাবে শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান;
- শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান এবং খাত ভিত্তিক ফি আদায়;
- শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;
- এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এম.পি.ও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা;
- বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন, এবং
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/১২/২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮১ সংখ্যক পরিপত্র এর মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে মেধার ভিত্তিতে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী সুপারিশের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

- মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের একীভূত রায়ের আলোকে এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬,৩৪,১২৭ জন নিবন্ধন সনদধারীদের সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে উপজেলা এবং জেলাভিত্তিক কোটা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে শূন্য পদ পূরণের সুপারিশকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অধিক্ষেত্র

দেশের সকল -

- বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;
- দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসাসমূহ এবং
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রভুক্ত ।

নির্বাহী বোর্ড

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ৬ ধারায় নির্বাহী বোর্ড গঠনের বিধান বর্ণিত রয়েছে। বিধান অনুসারে ৮ (আট) জন পদাধিকারবলে সদস্য এবং ৪ (চার) জন মনোনীত সদস্যের সমন্বয়ে ১২ (বার) সদস্যের নির্বাহী বোর্ড গঠনের বিধান বিধৃত রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

১. চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ (পদাধিকারবলে) - চেয়ারম্যান

২. সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৩. সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৪. সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৬. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৭. মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদের নীচে নয়) - সদস্য

১০. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদের নীচে নয়) - সদস্য

১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন
অধ্যাপক (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য

১২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক - সদস্য
(ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত)

প্রতি ০৩ মাসে নির্বাহী বোর্ডের অনুন্য পক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে বিধান স্বীকৃত রয়েছে।

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য

- শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ প্রদান;
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রতিযোগিতামূলক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান;
- সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক-প্রার্থীগণের তালিকা/পুল প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য মেধার ভিত্তিতে সুপারিশকরণ;
- এনটিআরসিএ আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের মান উন্নয়ন ও নিবন্ধন প্রদান;
- শিক্ষকমান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত শিক্ষকমান (Teachers' Standard) নির্ধারণ; এবং
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মেধার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানের সার্বিক উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
চেয়ারম্যান	সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব পদপর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা/ বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক (প্রেষণে)	অতিরিক্ত সচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	(শূন্য)
সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	সদস্য ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	(শূন্য)
সচিব	সরাসরি নিয়োগ/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	উপসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
পরিচালক	পদোন্নতির মাধ্যমে/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার দুইজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	উপসচিব ০২ (দুই) জন প্রেষণে

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
সিস্টেম এনালিস্ট	০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ)	শূন্য
উপপরিচালক	সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা ০২ (দুই) জন (প্রেষণে), সহকারী পরিচালক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন অধ্যাপক, ০২ (দুই) জন সহযোগী অধ্যাপকসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে এবং ০১ জন সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত।
সহকারী পরিচালক	০৮ (আট) জন (সরাসরি নিয়োগ)	০৮ (আট) জন, সহকারী অধ্যাপক ০৩ (তিন) জন এবং অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মকর্তা ০১ (এক) জন মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে, সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন এবং ০২ জন সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত।
সহকারী প্রোগ্রামার	০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ)	শূন্য
কম্পিউটার অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন
পি.এ	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন	০৪ (চার) জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০৬ (ছয়) জন	০৫ (পাঁচ) জন
হিসাবরক্ষক	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
অডিটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
ক্যাশিয়ার	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন	০৭ (সাত) জন
স্টোর কিপার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
রিসিপশনিস্ট	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
প্রকাশনা সহকারী	পদোন্নতি সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
ড্রাইভার	সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন	০৪ (চার) জন
ডেসপাচ রাইডার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন
অফিস সহায়ক	সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন	০৬ (ছয়) জন
নিরাপত্তা প্রহরী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০৩ (তিন)	০২ (দুই) জন
মালী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০১ (এক)	০১ (এক) জন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন

মোট জনবল	৬৯ (উনসত্তর) জন	নিয়োজিত জনবল ৫৮ (আটান্ন) জন (এছাড়াও ০১ জন সহযোগী অধ্যাপক, ০১ জন সহকারী অধ্যাপক, ০১ জন প্রভাষক এবং ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত আছেন। দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে ০৪ জন গাড়িচালক ও ০২ জন অফিস সহায়ক হিসেবে কর্মরত আছেন।

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২০ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

১. এনটিআরসিএ পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত সিলেবাস প্রণয়নে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে ০৮ সদস্যের সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি। সিলেবাস প্রণয়ন কমিটির প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাজ্ঞ ২৪ জন তথ্যজ্ঞদের নিয়ে কর্মশালার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিলেবাস প্রণয়ন ও সংশোধনের কাজ সম্পাদিত হয়। ২০২০ সালে ১০টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

স্কুল পর্যায়

১. পদার্থ বিজ্ঞান
২. রসায়ন
৩. উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৪. প্রাণি বিজ্ঞান
৫. কম্পিউটার বিজ্ঞান

কলেজ পর্যায়

১. শিশুর বিকাশ
২. খাদ্য ও পুষ্টি
৩. গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন
৪. শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ
৫. কম্পিউটার বিজ্ঞান

২. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর চলমান সার্বিক কার্যক্রম এবং এনটিআরসিএ কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপারিশকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির সমস্যার বিভিন্ন জটিলতা নিরসনকল্পে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম. পি এঁর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট -এ ০৯ জুন , ২০২০ তারিখে এক জরুরি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম পি এবং সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর চাহিদার ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার ৬০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক বিদ্যালয়/দাখিল মাদরাসা) ভোকেশনাল কোর্স চালুর লক্ষ্যে অনলাইনে নিয়োগযোগ্য ১০টি ট্রেডে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহিলা কোটার পরিপত্র অনুসরণপূর্বক সম্মিলিত জাতীয় মেধাতালিকা অনুযায়ী প্রতি পদের বিপরীতে আবেদনকৃতদের মধ্য হতে সর্বোচ্চ মেধাধারী মোট ৬৭৬ জন প্রার্থীকে (মেধাভিত্তিক পদে ৬২৫ জন এবং মহিলা কোটার পদে ৫১ জন) সুপারিশকরণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ।

৪. বিগত ০৯ জুন, ২০২০ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে দ্বিতীয় নিয়োগ চক্রের সুপারিশপ্রাপ্ত যে সমস্ত প্রার্থী মহিলা কোটা অথবা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের চাহিদার ভুলের কারণে এমপিওভুক্ত হতে পারছিলেন না এমন ১২৮৪ জনের সমস্যা সমাধান কার্যক্রম সম্পন্নকরণ। তাদের স্থায়ী ঠিকানার নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে পুন:নিয়োগ সুপারিশের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের গৃহীত জাতীয় কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনসহ জাতির পিতার প্রতিকৃতি সম্বলিত কোটপিন ধারণ এবং জাতির পিতার রচিত "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" ও "কারাগারের রোজনামচা" গ্রন্থ দু'টি কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের মধ্যে বিতরণ।

৬. বৈশ্বিক করোনার (কোভিড-১৯) ১ম পর্যায়ের প্রকোপ মোকাবেলায় মন্ত্রণালয় হতে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধানসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনে এনটিআরসিএ'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখা হচ্ছে। "NO MASK, NO SERVICE" শিরোনামে সেবা প্রত্যাশীদের বৈশ্বিক করোনার হাত থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ধারা ১৭ এর বিধান অনুসারে প্রতি বছর
৩০ মার্চ বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বছরের স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করণের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা প্রতিপালনের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ প্রকাশ করা হয়েছে।

৮. 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭'-এর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কার্যালয়ে কর্মরত ১ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীকে তাদের নৈপুণ্যপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৯. এনটিআরসিএ'র আইন, বিধিমালাসমূহ, পরিপত্র সংশোধনের নিমিত্ত কমিটি গঠন এবং কমিটি কর্তৃক সভা আয়োজনের মাধ্যমে এনটিএসসি আইনের খসড়া প্রণয়ন, বিধিমালা ও পরিপত্রের সম্ভাব্য সংশোধনী বিষয়ে খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

১০. ১১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার লিখিত অংশের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর অধীনে ১৫ ও ১৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১,৫৪,৬৬৫ জন পরীক্ষার্থী। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা স্কুল-২ পর্যায়ে ১২০৩ জন , স্কুল পর্যায়ে ১৭১৪০ এবং কলেজ পর্যায়ে ৪০৫৫ জনসহ সর্বমোট ২২,৩৯৮ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্বিক পাশের গড় হার ১৪.৪৮%। ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯ এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের মৌখিক পরীক্ষা ০২ ডিসেম্বর,২০২০ তারিখ হতে বৈশ্বিক করোনা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য বিধি মেনে শুরু করা হয়।

১১. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ, পরীক্ষার্থীদের ডাটা সংগ্রহ, প্রবেশপত্র প্রদান, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের SMS এর মাধ্যমে ফলাফল অবহিতকরণ কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ যাবত ০১টি বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসহ ১ম হতে ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬,৩৪,১২৭ জন সনদধারীদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীর সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান হতে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ, শূন্য পদের বিপরীতে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই-এপ্লিকেশন গ্রহণ, সুপারিশপত্র প্রদান কার্যক্রমটি অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ যাচাই সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত সনদ যাচাই প্রতিবেদন এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

১২. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ০৮ (আট) দিন ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ০২(দুই) দিন ব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ই-নথি কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির ০২(দুই) দিন ব্যাপী ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে EFT- এর মাধ্যমে বেতন ভাতা তাদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাব নম্বরে সরাসরি স্থানান্তরের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

১৪. ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয় কর্তৃক এনটিআরসিএ কার্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা, ২৬ আগস্ট, ২০২০ তারিখে দেশের সকল জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারসহ উপ-আঞ্চলিক পরিচালক এর অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ০৪ টি নির্বাহী সভা, ১২ টি সমন্বয় সভাসহ মোট ৪৯ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কার্যালয়ে পরীক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরের সম্মানি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৭.৩৭.০০৩.১০-২৭০ সংখ্যক স্মারকে বাস্তব সম্মতভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পারিতোষিক প্রদানযোগ্য কাজের বিবরণ	বিদ্যমান হার	অর্থ বিভাগ প্রদত্ত সর্বশেষ অনুমোদিত হার
১	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পূর্ণপত্র	২০০০/-	৩০০০/-
২	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন আংশিক (২৫ নম্বর)	১০০০/-	১৫০০/-
৩	প্রশ্নপত্র পরিশোধন পূর্ণপত্র	২০০০/-	৩০০০/-
৪	প্রশ্নপত্র পরিশোধন আংশিক (২৫ নম্বর)	১০০০/-	১৫০০/-
৫	উত্তরপত্র মূল্যায়ন পূর্ণপত্র	৪০/-	৭৫/-
৬	প্রধান পরীক্ষক	০৭/-	১২/-
৭	নিরীক্ষক	০৩/-	০৬/-
৮	প্রতি সনদপত্র স্বাক্ষরের জন্য জন প্রতি সম্মানি	০১/-	০২/-
৯	সনদপত্র বিতরণের জন্য সম্মানি (সনদ প্রতি)	০১/-	০৩/-
১০	পরীক্ষা সংশ্লিস্ট ভেন্যু ফি (প্রিলিমিনারি টেস্টের জন্য)	৪০/- (প্রার্থী প্রতি)	৫০/- (প্রার্থী প্রতি)
১১	পরীক্ষা সংশ্লিস্ট ভেন্যু ফি (লিখিত পরীক্ষার জন্য)	৪০/- (প্রার্থী প্রতি)	৫০/- (প্রার্থী প্রতি)
১২	নির্বাহী বোর্ড সদস্যদের সম্মানি	২০০০/-	৩০০০/-
১৩	মৌখিক পরীক্ষা বোর্ড সদস্যদের সম্মানি	২০০০/-	৩০০০/-
১৪	মৌখিক পরীক্ষা বোর্ড সহায়ক কর্মচারীর সম্মানি	৩০০/-	৫০০/-

১৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৭. ৬৭৭৯ টি নিবন্ধন সনদ যাচাই, ৩৫৮ টি সনদ সংশোধন এবং ১৯৯ টি ডুপ্লিকেট সনদ প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়েছে।

১৮. এনটিআরসিএ'র বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন সময় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম ও সৃষ্ট সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৯. এনটিআরসিএ'র রাজস্ব খাতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় শ্রেণির অর্থাৎ (গ্রেড ১৩ থেকে ১৪) জনবল নিয়োগের নিমিত্ত গত ০৫ নভেম্বর , ২০২০ তারিখে পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে অফিস সুপারিনটেনডেন্টের ০১ (এক)টি পদের বিপরীতে ৭৭৩ টি, হিসাব রক্ষকের ০১ (এক)টি পদের বিপরীতে ১৪৫টি এবং স্টোর কিপারের ০১ (এক)টি পদের বিপরীতে ৩৩৬ টিসহ মোট ১২৫৪টি আবেদন জমা পড়ে। প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্য হতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ০৩ টি পদে নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার বক্স চালু করা হয়েছে।

২১. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কার্যালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ৩৯৫ টি মামলা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করা হয়। এনটিআরসিএ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সলিসিটর উইং-এর মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। মামলার কারণে প্রায়শই এ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম বিলম্বিত হয়ে থাকে। সঙ্গতকারণে দক্ষ ও পেশাদার আইনজীবীর মাধ্যমে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এঅব্দি দায়েরকৃত মামলার কার্যক্রম বিষয়ক ছকভিত্তিক তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

রিট মামলার সংখ্যা	আদালত অবমাননা মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		চলমান মামলার সংখ্যা	
		হাইকোর্ট বিভাগ	আপিল বিভাগ	হাইকোর্ট বিভাগ	আপিল বিভাগ
৩৯৫	২০	৩১২	১	১০৩	০৫

অন্যবিভাগসমূহ

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ প্রতিষ্ঠান ৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে তার অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করে চলেছে। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ শিরোনামে তিনটি অনুবিভাগের আওতায় ২১ জন কর্মকর্তা ও ৪৭ জন কর্মচারীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। প্রতিটি অনুবিভাগ একজন সদস্য, একজন পরিচালক/সচিব, দুই বা ততোধিক উপপরিচালক এবং একাধিক সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়।

এ প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং পরিচালকের পদগুলো প্রেষণে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার সদস্য এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের অধিকাংশ পদে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করে থাকে। সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) পদটিতে প্রেষণে হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা কাজ করে থাকেন। ৪ জন সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী জনবলের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমবর্ধমান মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৯ সালে আইন সেল নামে পৃথক সেল সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা, একজন উপপরিচালক ও একজন সহকারী পরিচালকের মাধ্যমে সেলটি কর্মসম্পাদন করে থাকে।

এ প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মচারিদের পাশাপাশি রয়েছে কিছু সংখ্যক দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক ও আউটসোর্সিং কর্মচারী।

ক্রমবর্ধমান কাজের পরিধি নিয়ে মধ্যম জনবল কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠানটি প্রায় গড়ে ৮ লক্ষ সেবা প্রত্যাশীর সেবা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে দেশপ্রেম নিয়ে দলগতভাবে কর্ম সম্পাদন করার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে যে কোন অভিপ্রায় বাস্তবায়ন সম্ভব।

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের জনবল:

কর্মরত কর্মকর্তা

সদস্য ০১ জন
সচিব ০১ জন
উপ পরিচালক ০২ জন
সহকারী পরিচালক ০৫ জন
সহকারী প্রোগ্রামার ০১ জন

কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-০৩ জন
পিএ-০২ জন
অডিটর-০১ জন
প্রকাশনা সহকারী-০১ জন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার
মুদ্রাক্ষরিক-০৪ জন
ড্রাইভার-০৬ জন
ক্যাশিয়ার-০১ জন
রিসিপসনিষ্ট-০১ জন
ডেসপাচ রাইডার-০২ জন
অফিস সহায়ক-০৪ জন
নিরাপত্তা প্রহরী-০২ জন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী-০২ জন
দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মী-০১ জন

কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-০৩ জন
পিএ-০২ জন
অডিটর-০১ জন
প্রকাশনা সহকারী-০১ জন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার
মুদ্রাক্ষরিক-০৪ জন
ড্রাইভার-০৬ জন
ক্যাশিয়ার-০১ জন
রিসিপসনিষ্ট-০১ জন
ডেসপাচ রাইডার-০২ জন
অফিস সহায়ক-০৪ জন
নিরাপত্তা প্রহরী-০২ জন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী-০২ জন
দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মী-০১ জন

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কাজ:

- প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালন;
- কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পিপিআর ২০০৮ অনুসারে ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় সম্পন্নকরণ;
- কর্মকর্তা- কর্মচারিদের সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের Skill Development এর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন;
- নির্বাহী বোর্ড সভা, সমন্বয় সভা ও অন্যান্য সভা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের জনবল:

কর্মরত কর্মকর্তা

সদস্য ০১ জন
পরিচালক ০১ জন
উপপরিচালক ০২ জন
সহকারী পরিচালক ০২ জন

কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

কম্পিউটার অপারেটর-০১ জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-০১ জন
পিএ-০১ জন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার
মুদ্রাক্ষরিক-০১ জন
ড্রাইভার-০১ জন
অফিস সহায়ক-০২ জন
দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মী-০১ জন

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৫ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

২০১৫-২০২০ সালের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

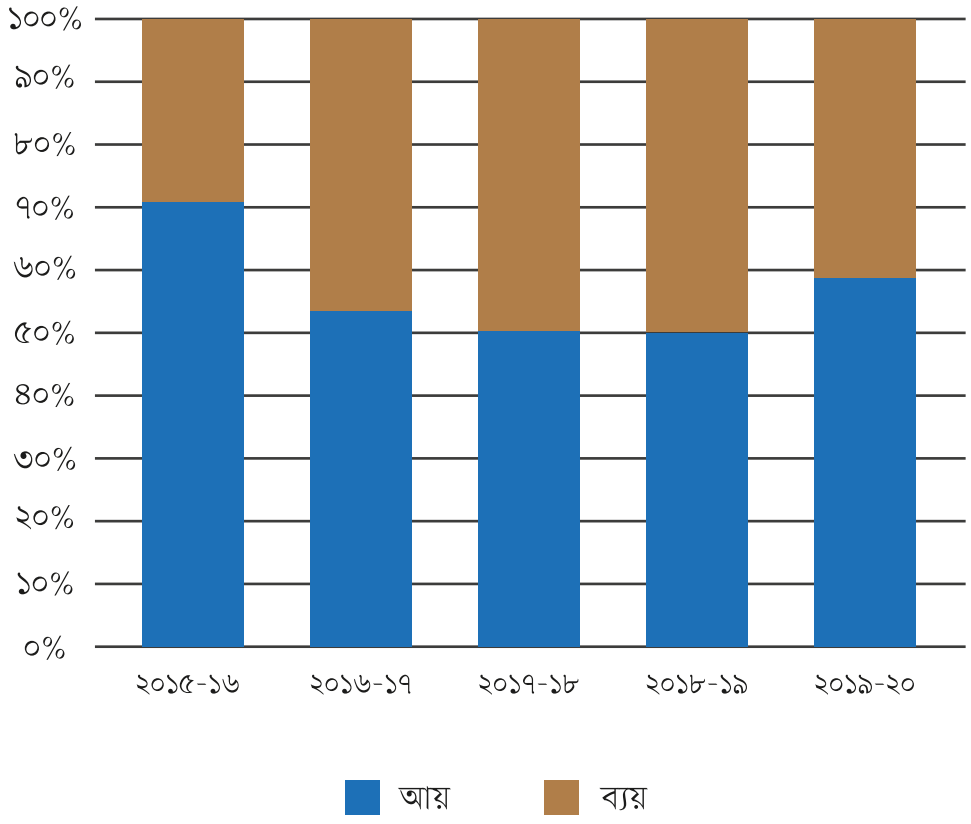

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৭ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত আয়ের হিসাব বিবরণী

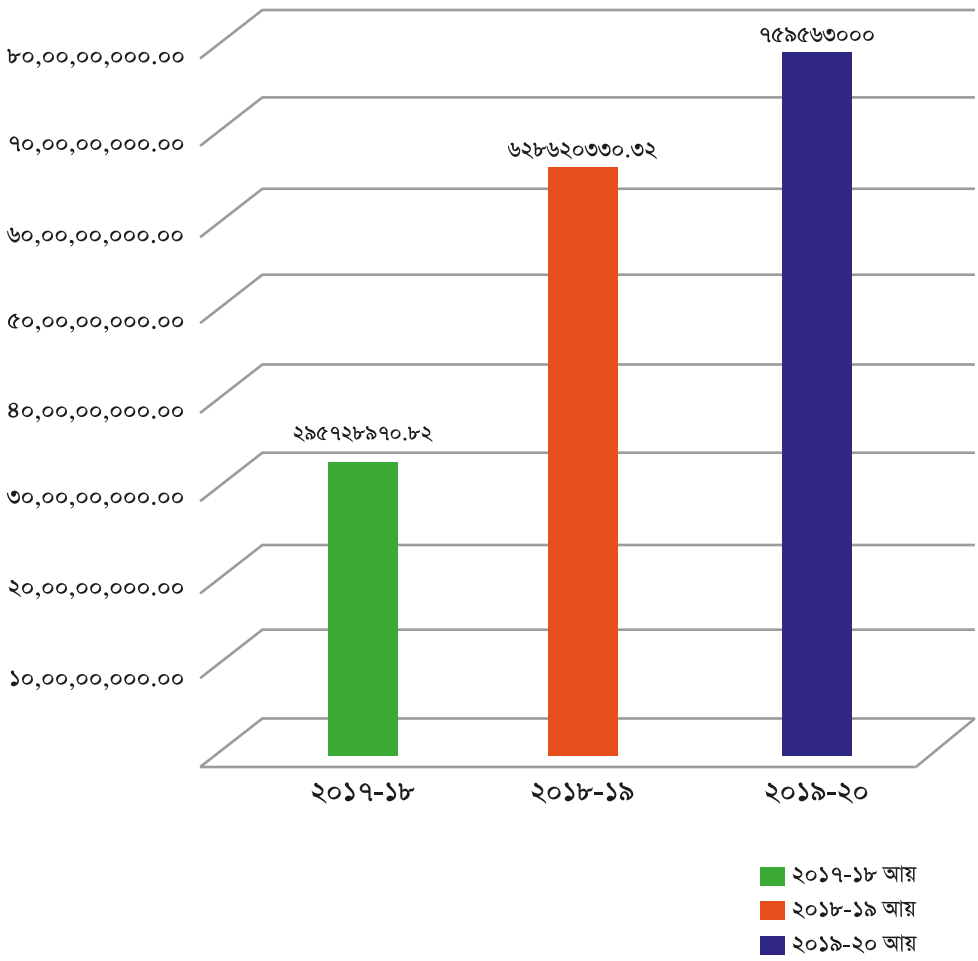

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৭ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

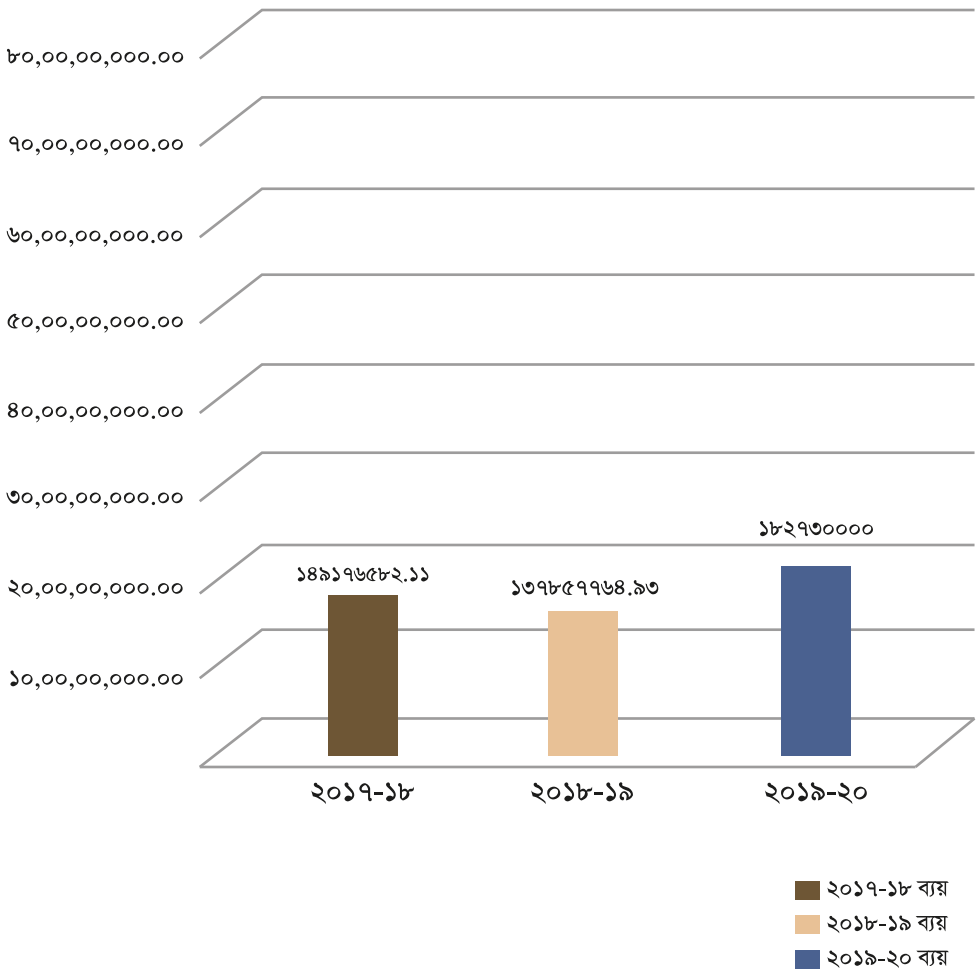

২০২০ সালের সনদ যাচাই, ডুপ্লিকেট সনদ এবং সনদ সংশোধনের সংখ্যা

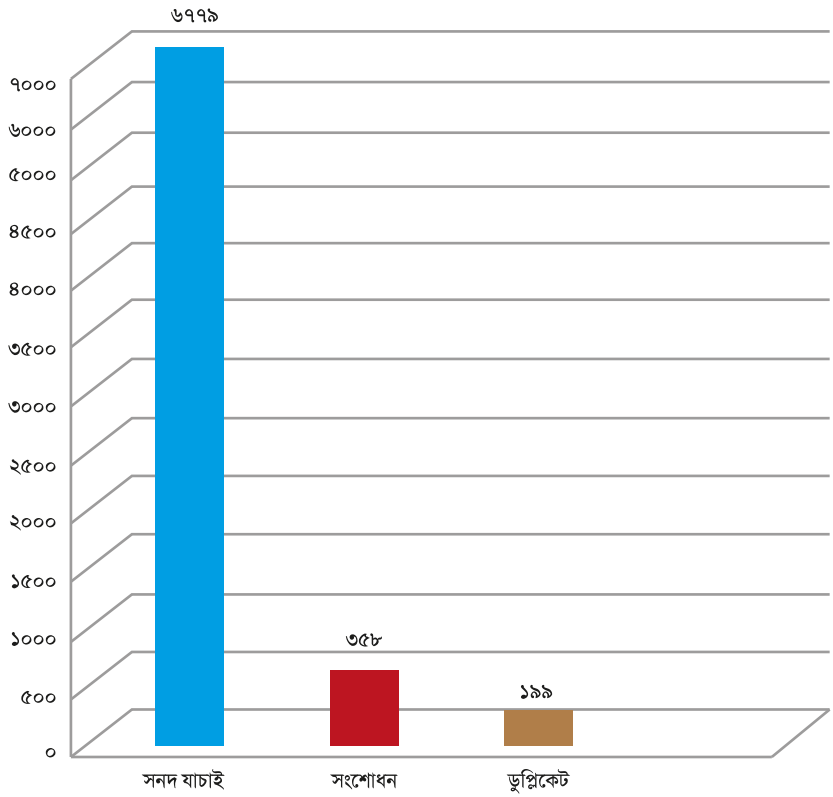

এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়
১ম পরীক্ষা নভেম্বর, ২০০৫	৬	২৩	৭৬,১৮৫	৫৯,০০০	৭৭.৫০%	৩৩,৭৮৮	৫৭.২৭%	শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে
২য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৬	৬	১১২	১৩১,৭৫৯	৯৯,৮০৭	৭৫.৭৫%	২২,৩৮১	২২.৩৬%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৩য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৭	২৪	১১৯	১১৩,৯৭৫	৮৩,৮৯৯	৭৩.৬১%	১৬,০২০	১৯.০৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৪র্থ পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৮	২০	৭৮	১২৭,০৭৪	৯৬,০২৭	৭৫.৫৮%	৩১,০৯৩	৩২.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
৫ম পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৯	২০	৭১	১৪১,০৮২	১০২,৩৪৮	৭৬.৬০%	৩৯,২২৫	৩৮.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	৭	৪	৭,৭৬৪	৬,৯৩৬	৮৯.৩৪%	১,৩৯৫	২০.১১%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	২০	৭৮	২৮৩,৩১৪	২২০,৫১৭	৭৭.৮৩%	৪২,৬৪১	১৯.৩৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৭ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১১	২০	৮০	৩২১,৩০১	২৫৯,১১৪	৮০.৬৪%	৫৭,২০৩	২২.৪৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১২	২০	৮০	৩১৩,১৪৫	২৪৮,০০১	৭৯.২০%	৫৬,০৪৬	২২.৫৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৩	২০	৮০	৩১৪,৮৮৭	২৪২,৪৫১	৭৬.৯৯%	৭৫,৮৯৮	৩১.৩০%	জেলা শিক্ষা অফিস
১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮০	৪৪১,৯৭৯	৩৫৬,৯৬২	৮০.৭৬%	১১৩,২৯৭	৩১.৭৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮২	৪৪১,০৭৭	৩৫৭,৪৭২	৮১.০৪%	৫১,৪০৫	১৪.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৫ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৫৩২,৫২২	৪৮০,৬৭০	৯০.২৬%	৭৫,৯৮৯	১৫.৮১%	প্রযোজ্য নয়
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫ (লিখিত)	৭	৮২	৬৯,৪৮৫	৬০,৮২৯	৮৭.৬১%	৪৭,০৩৯	৭৭.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৬০২,০৩৩	৫২৭,৭৫৭	৮৭.৬৬%	১৪৭,২৬২	২৭.৯০%	প্রযোজ্য নয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (লিখিত)	৮	৭৭	১৪৭,২৬২	১২৭,৬৬৪	৮৬.৬৯%	১৮,৯৭৩	১৪.৮৩%	প্রযোজ্য নয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (মৌখিক)	-	৭৭	১৮,৯৭৩	১৮,০০৯	৯৪.৯২%	১৭,২৫৪	৯৫.৮১%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৯২৩,৫৫৪	৮০৬,৬৫০	৮৭.৩৪%	২০৯,৮৭৫	২৬.০২%	প্রযোজ্য নয়
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (লিখিত)	৮	৮১	২০৯,৮৭৫	১৬৬,৩২১	৭৯.২৫%	১৯,৮৬৩	১১.৯৪%	প্রযোজ্য নয়
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (মৌখিক)	-	৮১	১৯,৮৬৩	১৮,৭০৯	৯৪.১৯%	১৮,৩১২	৯৭.৮৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৮৭৬,০৩৩	৭৪০,৪১৬	৮৪.৫২%	১৫২,০০০	২০.৫২%	প্রযোজ্য নয়
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (লিখিত)	৮	৮২	১৫২,০০০	১২১,৬৬০	৮০%	১৩,৩৪৫	১০.৯৬%	প্রযোজ্য নয়
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (মৌখিক)	-	৮২	১৩,৩৪৫	১২,৯০১	৯৬.৬৭%	১১,১৩০	৮৬.২৭%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	১,১৭৬,১৯৬	৯৫৯,৭২৭	৮১.৫৯%	২২৮,৭০০	২৩.৮৩%	প্রযোজ্য নয়
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (লিখিত)	৮	১০৩	২২৮,৭০০	১৫৪৬৬৫	৬৭.৬৩%	২২৩৯৮	১৪.৪৮%	প্রযোজ্য নয়
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (মৌখিক)	৮	১০৩	২২,৩৯৮	চলমান				

১৫ তম, ১৬ তম এবং ১৭ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় মোট আবেদনকারী ও মোট অংশগ্রহণকারীর তুলনামূলক বিবরণী

২০০৫ সালে এনটিআরসিএ গঠিত হবার পর হতে ১৬ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে প্রত্যক্ষ করা যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রত্যাশীদের হার ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষার প্রতি মানুষের মনোনিবেশ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করায় নারী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। বিশেষ করে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীরা তাদের যোগ্যতা অনুসারে নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য সেবা প্রত্যাশীদের আকাঙ্খার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। যা নিম্নে তুলনামূলক লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল-

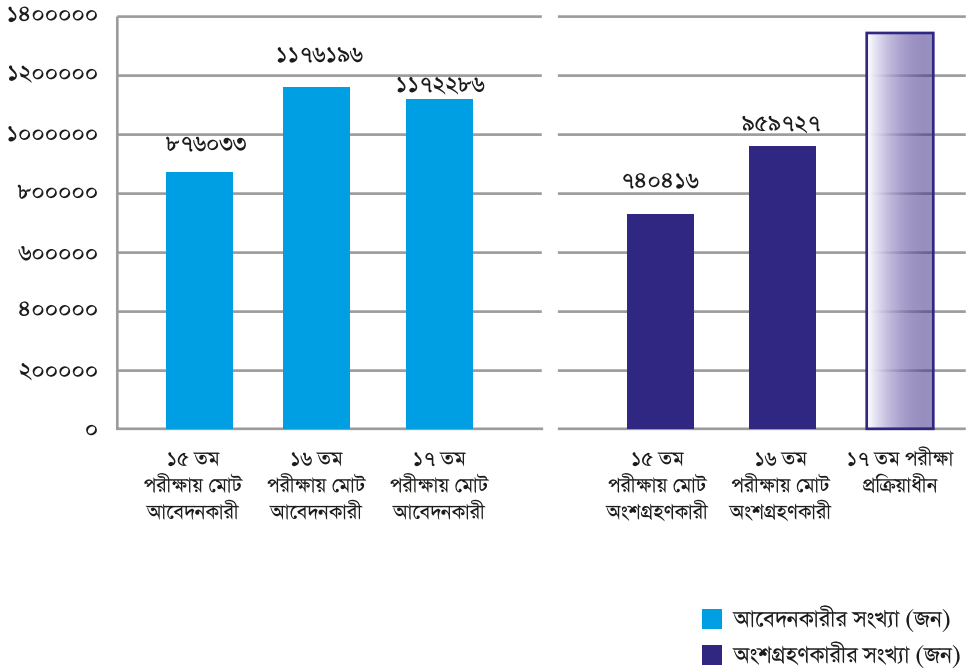

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তুলনামূলক বিবরণী

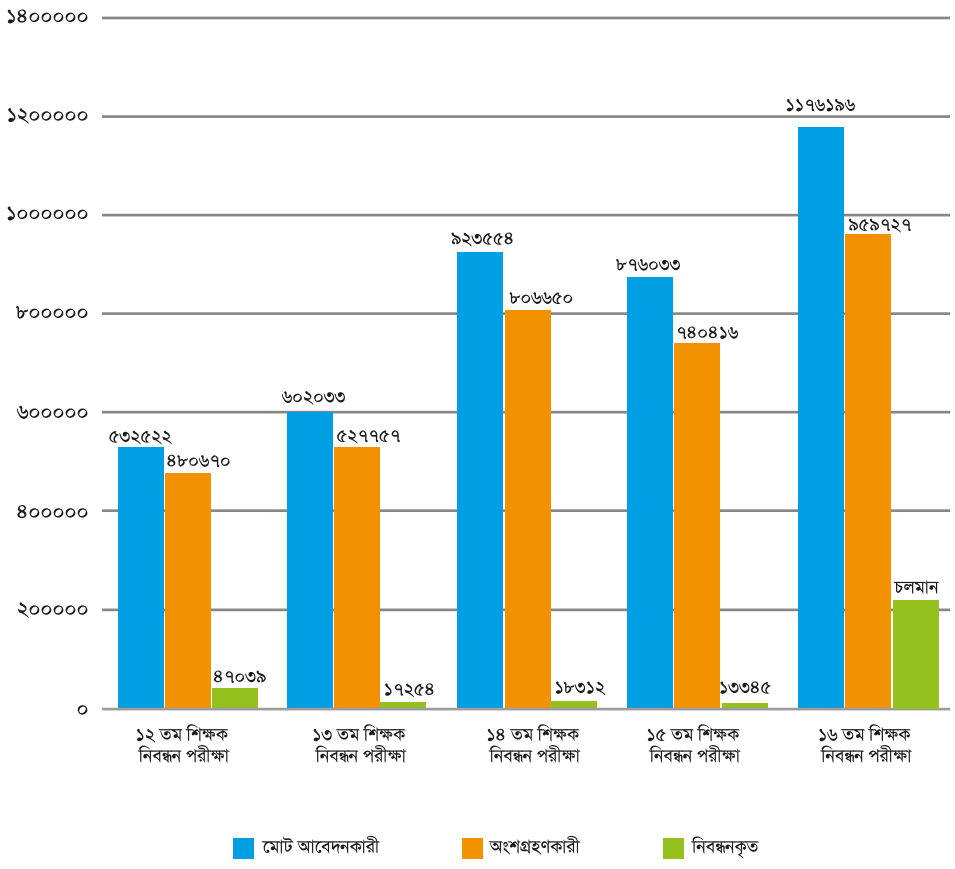

কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এনটিআরসিএ'র স্থায়ী অফিস স্থাপন;
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী বৎসরে অন্তত ০১ টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আয়োজন নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃষ্ট শূন্য পদে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক সুপারিশকরণ;
- কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ী করণ, শূন্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করণ;
- যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিবশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ;
- এনটিআরসিএ'র কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভা, সেমিনার, কর্মশালা এবং গণশুনানির আয়োজন;
- প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ;
- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এনটিআরসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টি ও এন্ড ই-তে অন্তর্ভুক্ত করণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাফল্যের সাথে সম্পাদন;
- সেবা প্রত্যাশীদের স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে, ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছাড়া সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- এনটিএসসি গঠনে মন্ত্রণালয় কে সহায়তা প্রদান।

মুজিবশতবর্ষ উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ড. এ. টি. এম. মাহবুব-উল করিম, সচিব, এনটিআরসিএ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ব্যক্তি জীবন ও কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতি না করার শপথ গ্রহণ করছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন তুলে ধরছেন পরিচালক জনাব তাহসিনুর রহমান।

জাতীয় শোক দিবস

জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের র‍্যালিতে এনটিআরসিএ এর সদস্যরা বিনম্র শ্রদ্ধায় এগিয়ে চলেছে ধানমন্ডি'র ৩২ নম্বর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতাসহ আত্মদানকারী সকল পরিবারবর্গের জন্য বিশেষ দোয়া মাহফিল।

জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সদস্য জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন।

জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিচালক জনাব তাহসিনুর রহমান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবসে এনটিআরসিএ-এর পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে শহীদ মিনারে সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিনসহ সহকর্মীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবসে এনটিআরসিএ-এর পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহীদ মিনারে নিরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিনসহ সহকর্মীবৃন্দ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্যাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে এনটিআরসিএ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ।

নবাগত চেয়ারম্যান মহোদয়ের আগমন

এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জনাব এস এম আশফাক হুসেন বিগত ১৮.০২.২০২০ তারিখে অবসরজনিত কারণে পিআরএল এ গমন করেন। পরবর্তীতে নিয়মিত চেয়ারম্যান হিসেবে পদায়ন না করায় এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার ২৬.০৭.২০২০ তারিখ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন। ২৬.০৭.২০২০ তারিখ জনাব মোঃ আকরাম হোসেন এ প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। মাত্র ০৫ (পাঁচ) মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি অবসরজনিত কারণে বিদায় গ্রহণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার পুনরায় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন (অতিরিক্ত সচিব) চেয়ারম্যান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। জনাব মো: আশরাফ উদ্দিন বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের একজন মেধাবী ও চৌকষ কর্মকর্তা। এ পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গর্ভনেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বগুড়া ও যশোর জেলায় জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নবাগত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন-কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার, সদস্য জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন, পরিচালক জনাব তাহসিনুর রহমান ও সচিব ড. এ. টি. এম. মাহবুব-উল করিম।

নবাগত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন-কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব ফয়জার আহমেদ, সম্পাদক জনাব সুকলান দে, সদস্য জনাব আল আমিন ও জনাব রফিকুল।

প্রতিষ্ঠানের নারী সহকর্মীদের পক্ষ থেকে নবাগত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন উপপরিচালক প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী এবং সহকারী পরিচালক জনাব শারমিন সুলতানা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বিদায় সংবর্ধনা

অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন বিদায়ী অতিথি চেয়ারম্যান জনাব এস এম আশফাক হুসেন।

চেয়ারম্যান জনাব এস এম আশফাক হুসেন-কে বিদায়ী সংবর্ধনায় শুভেচ্ছা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করছেন জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ।

বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আকরাম হোসেন-কে বিদায়ী সংবর্ধনায় ফুল দিয়ে বরণ করছেন সদস্য জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন, পার্শ্বে রয়েছেন তদীয় পত্নী জনাব আঞ্জুমান আরা বেগম ও সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার।

বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আকরাম হোসেন এর পত্নী মিসেস আঞ্জুমান আরা বেগম-কে বিদায়ী সংবর্ধনায় ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সদস্য জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার, পার্শ্বে দাড়িয়ে রয়েছেন সচিব ড. এ. টি. এম মাহবুব-উল করিম।

বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আকরাম হোসেন এর পত্নী জনাব আঞ্জুমান আরা বেগমকে বিদায়ী স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার।

বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আকরাম হোসেন-কে বিদায়ী স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করছেন সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার। উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ।

সদস্যদের বিদায়

বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন বিদায়ী অতিথি জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির, সদস্য, এনটিআরসিএ।

বিদায়ী অতিথি জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির, সদস্য, এনটিআরসিএ কে বিদায়ী শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন সদস্য ড. কাজী আসাদুজ্জামান।

বিদায়ী সদস্য জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদারকে ফুল দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছেন সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ এবং জনাব লুৎফর রহমান।

সদস্য জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন।

সদস্য ড. কাজী আসাদুজ্জামান বিদায় সংবর্ধনায় তার বিদায়ী বক্তব্য উপস্থাপন করছেন।

সদস্য ড. কাজী আসাদুজ্জামানকে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী স্মারক তুলে দিচ্ছেন চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

বৈশ্বিক মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে এ প্রতিষ্ঠানের দুইজন প্রাক্তন সদস্য জনাব ছামেনা বেগম এবং সদস্য জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ এর অকাল মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য এবং এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মরহুম সহকর্মী জনাব ছামেনা বেগম, সদস্য, এনটিআরসিএ

মরহুম সহকর্মী সদস্য জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ

নিবন্ধন পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার লিখিত অংশের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন চেয়ারম্যান জনাব মো: আশরাফ উদ্দিন।

১৬ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার রাজধানীর একটি কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীবৃন্দ।

মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ

মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত পরীক্ষার্থীদের একাংশের সমাবেশ।

অংশগ্রহণ ইচ্ছুক মৌখিক পরীক্ষায় আগত প্রার্থীদের হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করছেন জনাব কামাল।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগত প্রার্থীদের করোনাভাইরাস মোকাবেলার অংশ হিসেবে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ শেষে প্রবেশ করান হচ্ছে।

বিষয় বিশেষজ্ঞ, বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ এবং সভাপতির সমন্বয়ে ৩ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করছেন।

গণ শুনানির খন্ড চিত্র

সেবা প্রত্যাশীদের সমস্যা সম্পর্কে গণশুনানি গ্রহণ করে প্রতিকার বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন। তাঁকে সহায়তা করছেন সদস্য জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন।

সেবা প্রত্যাশীদের সমস্যা সম্পর্কে গণশুনানি গ্রহণ করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন। তাঁকে সহায়তা করছেন সদস্য জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন।

জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত গনশুনানিতে সেবা প্রত্যাশীদের উপচে পরা ভিড়ের চিত্র।

সেবা প্রত্যাশীদের সমস্যা সম্পর্কে ময়মনসিংহ জেলায় অনুষ্ঠিত গণশুনানি গ্রহণের পূর্বে জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করছেন এই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মতবিনিময় সভা

টেলিটকের সাথে যৌথ সভা

স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহি নিবন্ধন পরীক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ২০১০ সালে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে এ প্রতিষ্ঠান চুক্তি সম্পাদন করে। ৬ষ্ঠ নিবন্ধন পরীক্ষা হতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রবর্তিত ডিজিটাল সফ্টওয়ার এর ব্যবহার করে সকল নিবন্ধন পরীক্ষার প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পাদন নিবন্ধন পরীক্ষার আবেদন গ্রহণ, পরীক্ষা পরিচালনা ও ফলাফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে করে সময় ও শ্রম হ্রাস এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক সুপারিশ করণের দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত হবার পর টেলিটকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেধার ভিত্তিতে সুপারিশ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। এতে করে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি রোধ করার পাশাপাশি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। টেলিটকের কারিগরি সহায়তা ব্যবহার করে ই- প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন,ই- রিকুইজিশন চাহিদা প্রেরণ,ই- এপ্লিকেশন/ ই- আবেদন, সম্মিলিত মেধা তালিকা তৈরি ও ফলাফল প্রকাশের কাজসহ প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ সম্পন্ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে সময়, শ্রম ও ব্যক্তিগত সাক্ষাত পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে।

এ প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান টেলিটক বাংলাদেশ লি:-এর সঙ্গে যৌথ সভায় উপস্থিত উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান টেলিটক বাংলাদেশ লি: পরিদর্শনে চেয়ারম্যান ও টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ

২০২০ সালে এ প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে :

- ৩০ জুলাই, ২০২০ সালে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর;
- ১৬ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারি অংশের ফলাফল প্রকাশ;
- ১৬ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার লিখিত অংশের ফলাফল প্রকাশ;
- ১৬ তম শিক্ষক নিবন্ধনের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শুরু;
- ২ টি কর্মশালার মাধ্যমে তথ্যজ্ঞদের নিয়ে ১০ টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন;
- কর্মক্ষেত্রে নৈপুণ্য ও সততা প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ একজন কর্মকর্তা এবং একজন কর্মচারীকে তার মুল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, একটি মেডেল ও একটি সনদপত্র শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে প্রদান;
- কাজের যোগ্যতা ও মেধার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নথি ব্যবস্থাপনা, ই নথি ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবনী কৌশল এবং শিষ্টাচার বিষয়ে ৬০ ঘণ্টার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মেধা ও কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বৈদেশিক রাষ্ট্র সফরের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর এবং ভারত, আমেরিকা, কানাডা ও হংকং সফরের সুযোগ প্রদান;
- করোনা মোকাবেলায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক ও দৈহিক মনোবল বৃদ্ধিসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা অনুসরণে উদ্দীপ্তকরণ;
- দ্বিতীয় নিয়োগ চক্রে শূন্য পদের তথ্য প্রেরণে ভ্রান্তির কারণে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান পূর্বক প্রতিকার প্রার্থীদের পুনঃসুপারিশের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন;
- স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন।

এ প্রতিষ্ঠানের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যাবলী স্থির চিত্রের মাধ্যমে পাঠকদের জন্য পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো:

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন এ কার্যালয়ের প্রতিনিধি জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, সদস্য, পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন।

নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে বিভিন্ন জেলা হতে আগত পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় ওএমআর ও উত্তরপত্র গ্রহণ করছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে বিভিন্ন জেলা হতে আগত পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় ওএমআর ও উত্তরপত্র গণনাপূর্বক গ্রহণ করছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে বিভিন্ন জেলা হতে আগত পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় সরঞ্জামাদি গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ও পরিশ্রমী কাজে নিবেদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট হতে নিবন্ধন পরীক্ষার গোপনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করছেন এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ও এম আর মেশিন ব্যবহার করে ফলাফল প্রক্রিয়ার কাজে কর্মরত সহকারী পরিচালক জনাব ফিরোজ আহমেদ ও অফিস সহায়ক জনাব মো: মুহিবুল্লাহ। তাদের কাজ তদারকি করছেন সদস্য (পমূপ্র) জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন।

নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে ওএমআর মেশিনে ফলাফল প্রক্রিয়ার কাজে নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ও অফিস সহায়ক জনাব কার্তিক চন্দ্র দাস।

সরকারি বিধান অনুসরণ করে বিনষ্টযোগ্য নথি বিনষ্টের কাজ করছেন জনাব মো: মোশারফ হোসেন লুমন।

সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ এর নেতৃত্বে বিনষ্টযোগ্য নথি ধ্বংস করছেন কর্মচারীবৃন্দ।

সিলেবাস হালকরণ

এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন ও যুগোপযোগী করণ। এরই ধারাবাহিকতায় এ প্রতিষ্ঠানে বিগত ৪ অক্টোবর ও ১৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ দুটি কর্মশালা সিলেবাস কমিটি,তথ্যজ্ঞ এবং কর্মকর্তা সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালিত দুটি কর্মশালার মাধ্যমে ১০ টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে এ কাজটি সম্পূর্ণ করা হয়। সিলেবাস প্রণয়ন ও যুযোপযোগী করণের জন্য চেয়ারম্যানকে পরামর্শক/উপদেষ্টা করে ৮ সদস্যের শক্তিশালী প্রাজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছে , যারা হলেন -

১) সদস্য - শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান - আহ্বায়ক;
২) পরিচালক - শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান - সদস্য;
৩) সচিব (উপসচিব) - এনটিআরসিএ সদস্য;
৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
৬) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক (এনসিটিবি) হতে একজন ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম) - সদস্য
৭) সহকারী পরিচালক - পাঠ্যসূচি প্রণয়ন - সদস্য
৮) উপ-পরিচালক - পাঠ্যসূচি প্রণয়ন - সদস্য সচিব

সিলেবাস প্রণয়ন ও সংশোধন কমিটির সম্মানিত সদস্যদের সঙ্গে বিজ্ঞ তথ্যজ্ঞবৃন্দ।

নতুন সিলেবাস প্রণয়নের শুরুতে ০৪ অক্টোবর, ২০২০ অনুষ্ঠিত প্রথম কর্মশালা উদ্বোধন করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আকরাম হোসেন।

নতুন সিলেবাস প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর, ২০২০ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সিলেবাস কমিটির সদস্য, তথ্যজ্ঞ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ ।

নতুন সিলেবাস প্রণয়নের কাজে তথ্যজ্ঞ জনাব মোঃ শওকত কবির ভুঁইয়া, জনাব মোঃ রজব আলী এবং ড. মোঃ ইকবাল হোসেন।

নতুন সিলেবাস প্রণয়নের কাজে পারস্পরিক ধারণা বিনিময় করছেন তথ্যজ্ঞ জনাব ফরহাদ মঞ্জুর, জনাব মামুনুর হোসেন এবং জনাব মোঃ নুরে আলম সিদ্দিকী। সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন পরিচালক জনাব কাজী কামরুল আহছান।

শুদ্ধাচার পুরস্কার

একজন কর্মকর্তা ও কর্মচারির কর্মকান্ডের যথাযথ মূল্যায়ন তার কাজের গতি ও স্পৃহা বৃদ্ধিতে সহায়ক। মেধাবী, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মচারিকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারিদের উৎসাহিত করা সম্ভব। এ প্রত্যাশা থেকে বর্তমান সরকার ২০১৭ সালে প্রর্বতন করেন শুদ্ধাচার পুরস্কার। প্রতি বছর সরকার কর্তৃক প্রণীত ছক ভিত্তিক ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে একজন কর্মকর্তা এবং কর্মচারিকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। পুরস্কার হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ, একটি মেডেল বা ক্রেষ্ট এবং একটি সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মচারিদের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা ও ভাল কাজের সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি ও দলীয় নৈপুণ্য বৃদ্ধি এ পুরস্কারের মূল লক্ষ্য।

শুদ্ধাচার পুরস্কার হাতে উৎফুল্ল সহকর্মী জনাব রফিকুল, জনাব শারমিন সুলতানা এবং জনাব ফিরোজা আক্তার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: মাহবুব হোসেন এর নিকট হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন এনটিআরসিএ -এর সহকারী পরিচালক জনাব শারমিন সুলতানা। পাশে দন্ডায়মান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন ও চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আকরাম হোসেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নিকট হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন কম্পিউটার অপারেটর জনাব রফিকুল। করতালি দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০২০ এ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আকরাম হোসেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২০ এর কোর্স পরিচালক জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার তার বক্তব্য প্রদান করছেন।

মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ শেষে অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মোঃ হাসানুল ইসলাম, এন.ডি.সি এর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করছেন সহকারী পরিচালক জনাব শারমিন সুলতানা।

অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করছেন কোর্স পরিচালক জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার।

অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন কোর্স পরিচালক জনাব কাজী কামরুল আহসান। পাশে প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে উপবিষ্ট রয়েছেন সদস্য ড.কাজী আসাদুজ্জামান ও পরিচালক জনাব তাহসিনুর রহমান।

অনলাইনে শূন্যপদ পূরণে করণীয় শীর্ষক অবহিতকরণ সভায় ৬৪ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) বৃন্দ শূন্যপদ পূরণে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবগত হচ্ছেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে শিষ্টাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন ড. কাজী আসাদুজ্জামান, সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও সফর

বৈদেশিক সফরের অংশ হিসেবে সিঙ্গাপুরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এম ডি আই এস -এ দলনেতা সদস্য জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক জনাব তাহসিনুর রহমান, উপপরিচালক প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক প্রফেসর দীনা পারভীন, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ, জনাব ফয়জার আহমেদ এবং জনাব মোঃ আজফার হোসেন সহ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকবৃন্দ।

বৈদেশিক সফরের অংশ হিসেবে সিঙ্গাপুরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এম ডি আই এস -এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শিক্ষা সফরে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শিক্ষা সফরে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শিক্ষা সফরে কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শিক্ষা সফরে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

৫৬,০০০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান পারিবারিকভাবে আদর করে ডাকা হতো খোকা। আপামর জনতার দেয়া নাম বঙ্গবন্ধু। কেউ বলে স্বাধীনতার মহানায়ক, কেউ বলে রাজনীতির কবি, বাংলাদেশের সংবিধান দিয়েছে জাতির পিতার স্বীকৃতি।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলার জরিপে বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়"।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আয়ুষ্কালের ৫৫ বছরের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতিসত্তা, স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। এ দেশের মানুষ যাতে আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এজন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তার রাজনীতির মূলমন্ত্রই ছিল আদর্শের জন্য সংগ্রাম, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ। যে আদর্শ, বিশ্বাস ও স্বপ্ন নিয়ে তিনি রাজনীতি করতেন, শত কষ্ট ও প্রচন্ড চাপেও তিনি তাতে অটল ছিলেন । এটা আমরা দেখতে পাই তার ছাত্রজীবন থেকেই। ১৯৩৯ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তার কারাবরণ শুরু । বস্তুত জেল-জুলুম ও নিপীড়ন বঙ্গবন্ধুর জীবনে এক নিয়মিত অধ্যায়ে পরিণত হয়েছিল। জনগণের জন্য, দেশের জন্য তিনি তার ৫৫ বছরের জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন, যা তার মোট জীবনকালের প্রায় এক চতুর্থাংশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, প্রতিটি ঘটনার মূখ্য চরিত্র বঙ্গবন্ধু। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের আগরতালা মামলা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ পুরোটাই বঙ্গবন্ধুময়।

জাতির পিতার অন্যতম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণ যাত্রা ছিল নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ ও বিপদসংকুল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটিদেশ, ভৌত-অবকাঠামো, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-যানবাহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রায় সবকিছুই বিনষ্ট বিধ্বস্ত। প্রশাসন ছিল অসংগঠিত। বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভান্ডার ও ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন কোটি শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনবার্সন চ্যালেঞ্জ, বন্যা, খাদ্যাভাব। অন্যদিকে বিশ্বমন্দা ও নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন খাদ্যাভাব দূরীকরণ, সামাজিক অস্থিরতা নিরসন, আইন-শৃংখলার উন্নতিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমুখী নীতি ও আইন প্রণয়ন করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেয়নি ঘাতকেরা। ওরা ভেবেছিল মুজিবকে হত্যা করলেই হয়ে যাবে সব শেষ, কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি মুজিব মানেই বাংলাদেশ। একজন ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তার আদর্শ এবং স্বপ্নকে হত্যা করা যায় না।

জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা বলেছিল আগামী ১০০ বছরে মধ্যেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়াবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের আয় ২০৬৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৯৭০-এর মাথাপিছু গড় ছিল ১৪০ ডলার। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ বছরে বাংলাদেশ নামক ঝুড়িটি আর তলাবিহীন নয়, ঝুড়ি এখন সাফল্যে পরিপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

মহামারী করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের সব দেশে যখন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছর প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জিত হতে পারে। করোনকালীন কঠিন সময়েও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ ১৭৮ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা অথচ জাতীয় সংসদে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি ৮১ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বেড়েছে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যাও। স্বাধীনতার পর রপ্তানি আয়ের সত্তর ভাগ ছিল পাটের দখলে। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের দখলে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন যার মধ্যে দিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হব। বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, বড় বড় ফ্লাইওভার করা হয়েছে, মেট্রোরেল মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচক ও জরিপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই দক্ষতার সাথে মহামারী করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বের বহু বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে এবং প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন চলমান আছে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। মুজিব চিরন্তন শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করার জন্য বিশ্বের অনেক দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফর করছেন। গত ১৭ মার্চ বাংলাদেশ এসেছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালেহ, ১৯ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহেন্দ্র রাজাপাকসে, ২২ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভান্ডারী, ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ড. লোটে শেরিং এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরে এসেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন বুর্জ আল খলিফায় ঘণ্টাব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শন ও আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভাষা নিয়ে সহাবস্থানের এক আধুনিক নাগরিকের দেশ বাংলাদেশ, যার আরেকটি পরিচয় সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন, বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অভিনন্দিত করছেন। উন্নয়নের বিস্ময়, বিস্ময়ের বাংলাদেশ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মহিমান্বিত করছে। একাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আর তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে চলেছি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, বিস্ময়ের বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১-এর আলোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১-এর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন এবং সদস্য জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত কেক কাটার আয়োজন সম্পন্ন করছেন সহকারী পরিচালক, জনাব শারমিন সুলতানা, উপপরিচালক, দীনা পারভীনসহ অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী পরিচালক জনাব তাজুল ইসলাম।

এনটিআরসিএ পরিবার

চেয়ারম্যান

জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন

সদস্য

জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন

পরিচালক ও সচিব

জনাব তাহসিনুর রহমান

ড. এ. টি. এম. মাহবুব-উল করিম

জনাব কাজী কামরুল আহছান

সহকারী পরিচালক

জনাব মোঃ জাকির হোসেন

জনাব ফিরোজ আহমেদ

জনাব শারমিন সুলতানা

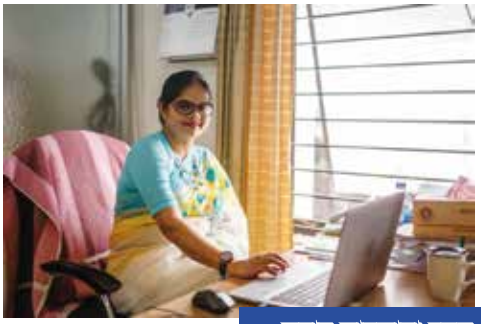

জনাব ফারজানা রসুল

জনাব তাজুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম

জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ

জনাব লুৎফর রহমান

জনাব ফয়জার আহমেদ

সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)

জনাব আলাউদ্দিন আহামেদ

জনাব মোসা: খাদিজা খাতুন (ক্যাশিয়ার)

জনাব মোঃ জাকির হোসেন (অডিটর)

সহকারী প্রোগ্রামার

জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবির

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যানবাহন শাখা এবং হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আইন শাখা

প্রেষণে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা

প্রেষণে কর্মরত বিসিএস শিক্ষা সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তা

সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তা

পরিচালক ও সচিব

উপপরিচালক

সহকারী পরিচালক

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আউটসোর্সিং / দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীবৃন্দ

হেল্প ডেস্ক এ কর্মরত জনাব মোঃ তসলিম উদ্দীন এবং জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক

দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক গাড়ি চালক

এনটিআরসিএ - পরিবার

প্রকাশনায়-
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd
ই-মেইল: office@ntrca.gov.bd

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন- আনোয়ারুল আযম রনি
ছাপা ও ব্যবস্থাপনা সংস্থা- ডিগনিটি এক্টিভেশন